"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

শ্রীভাগবতামৃত-কণা

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ

বিরচিত

"ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্
কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥"

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

সম্পাদিত

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক
শ্রীগৌররায় গোস্বামী
শ্রীশ্রী-গৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর (দক্ষিণ)
পোঃ নবদ্বীপ। জিলা- নদীয়া পঃ বঙ্গ
পিন্ ৭৪১৩০২

মুদ্রণে ঃ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভাগবতামৃত-কণা

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ
প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী
সম্পাদিত

[মূল্য ১০]

উৎসর্গ পত্র

পরলোকগত প্রচ্ছন্ন সাধক

ভাই

শ্রীদামের

স্মৃতি তর্পণ

১০/৪/১৩৩২ কানুপ্রিয়।

॥ শ্রীশ্রীগৌররায়হরি ॥

সম্পাদকীয় নিবেদন

ইষ্টবস্তুর স্বরূপ নির্ণীত না হইলে, ইষ্টলাভের সাধনা সম্ভবপর হয় না। যিনি উপাস্য, যাঁহার উপাসনায় সারাজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তিনি কে?—তাঁহার স্বরূপ কি?—তিনিই বা উপাস্য কেন?—অন্যান্য উপাস্য হইতে তাঁহার উৎকর্ষ কোথায়?—এই সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলে, উপাসকের পক্ষে উপাসনা যে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধন-রাজ্যের সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ অবগত করাইবার জন্য, তাই জীবের পঞ্চম-পুরুষার্থ-দাতা—কলি-পাবনাবতার—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-একীভূত-তনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর, শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য-শিরোমণি, ভগবৎ-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া, তদীয় "শ্রীলঘুভাগবতামৃত" নামক গভীর সিদ্ধান্ত-সম্বলিত গ্রন্থরাজ প্রণয়ন পূর্বক জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃতাভিজ্ঞ সুপণ্ডিতগণের বোধ্য হইলেও, সর্বসাধারণের পক্ষে সুখবোধ্য না হইবার সম্ভাবনায় ও তদভাবে নিরাপদে সাধনপথ অতিক্রম করা অসাধ্য বিবেচনায়, পরবর্তীকালে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম বান্ধব, মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের সারাংশ চয়ন পূর্বক সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় "শ্রীভাগবতামৃত-কণা" নামক এই বর্তমান গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। 'ভাগবতামৃত-বিশাল-জলধি যাঁহাদিগের নিকট দুরাবগাহ,—এই 'ভাগবতামৃত-কণা' চিত্তে স্পর্শিত হইলেও তাঁহারা অনায়াসে অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—ইহাই বিশ্বাস।

প্রভুপাদ সিদ্ধান্তবাচস্পতি স্বধামগত শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অপর কতিপয় ভক্তিগ্রন্থাবলীর সহিত 'ভাগবতামৃত-কণা' বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তদীয় সম্পাদিত গ্রন্থ বর্তনাম সময়ে দুষ্প্রাপ্য না হইলে, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে এই গ্রন্থের পুনঃ সম্পাদন কার্যের আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু সেই গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায়, সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভয় নাম স্মরণ পূর্বক, —অযোগ্য হইয়াও ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদকেই আদর্শ রাখিয়া ও প্রয়োজন স্থলে শাস্ত্রসম্মত বহু তাৎপর্যাদি সন্নিবেশ দ্বারা এই পুস্তিকা সম্পাদিত হইলেন। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, সদাশয় পাঠকবর্গ কৃপা পূর্বক জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র বলিয়া আশা করি পাঠকগণ অবহেলার চক্ষে দেখিবেন না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের হৃদয়ে সেই বিশ্বাধার ভগবানের স্থান কেমন করিয়া সঙ্কুলান হয়, এই অতি ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থখানি, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু যাহা—তাঁহারই তত্ত্ব বক্ষে ধারণ করিয়া, যেন সেই কথাই বুঝাইয়া দিতেছেন। পুস্তকখানির উপকারিতা অনুভূত হইলে, আশা করি সদাশয় পাঠক মাত্রেই, জীবের মঙ্গলার্থে, ইহার বহুল প্রচারের জন্য আমাদিগের সহায়তা করিবেন। ইতি—

ভাজনঘাট, (নদীয়া)
শ্রীচৈতন্যব্দ ৪৪০
শ্রীরাসপূর্ণিমা।

শ্রীগৌরভক্ত-পদরজ-প্রাপ্তিকাম—
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ॥

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

প্রায় বিয়াল্লিশবর্ষ পূর্বে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পুস্তক নিঃশেষিত হইবার পর, নানা কারণে বহুবৎসর যাবৎ উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি কতিপয় মহানুভব বিশিষ্ট সজ্জনের চেষ্টায়, যত্নে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীভাগবতামৃত-কণা তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। বর্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে,—প্রথমতঃ বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত একখানি দেবনাগরাক্ষরে ও অপর একখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন পুঁথির সহিত মিলাইয়া, পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকের পাঠ সম্বন্ধে সংশোধনাদি করা হইয়াছে। উক্ত পুঁথি দুইখানি দেখিয়া পাঠ মিলাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া, উক্ত গ্রন্থমন্দিরের কর্তৃপক্ষ যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পর, বৈষ্ণব জগদ্বরেণ্য যে সকল মহানুভব আচার্যবৃন্দ এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মূল্যবান অভিমত প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহদান করিয়াছিলেন, সেই অভিমত-পত্রগুলি উক্ত পুস্তকের সহিত তৎকালে মুদ্রিত করিবার সুযোগ না পাওয়ায়, এযাবৎ দুঃখানুভব করিতেছিলাম। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা নিজ সাধনোচিত নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের প্রতি উক্ত মহানুভব বৈষ্ণবাচার্যগণের কৃপাশীর্বাদ ও তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, উহার মধ্যে স্থানাভাবে মাত্র কয়েকখানি অভিমত-পত্র এই বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। উক্ত অভিমতগুলি পাঠ করিলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির প্রয়োজনীতা সম্বন্ধেও

পাঠকগণের অনেকটা ধারণা হইবে। এই পুস্তকখানির সম্পাদন কার্যদ্বারা, যদি শ্রীকৃষ্ণভজন পথের কোনও পথিকের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

—উপরোক্ত অংশটি দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি হইতে গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য হিসাবে পুনরুল্লিখিত হইল।

এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রতিটি প্রকাশনা কার্যের সহিত যাঁহাদের আন্তরিক সমর্থন, সহযোগীতা ও সাহায্য সংশ্লিষ্ট আছে,—সেই পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজ, পরমভাগবত শ্রীমনীন্দ্র নাথ গুহ; পঃবঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পরমভাগবত ডাঃ মনীন্দ্র কুমার সিংহ, ভক্তপ্রবর শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী, চাটার্ড সেক্রেটারী কষ্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি, উদার চরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ ভ্রাতৃযুগল শ্রীপ্রশান্ত রায় বি, এম, ই (যাদবপুর) এম এস (যুক্তরাষ্ট্র) ও শ্রীকল্যাণ রায় এমটেক (কলিকাতা) পি, এইচ, ডি (যুক্তরাষ্ট্র), ভক্তবর শ্রীযুক্ত শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল এম, টেক ও পি এইচ, ডি সহকারী অধ্যাপক দুর্গাপুর আর ই, কলেজ, উদার হৃদয় প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দেবনাথ (এ্যাডিঃ ওসি কলিকাতা পুলিশ), মদীয় অনুজদ্বয় শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী ও শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী; শ্রীমান মধুসূদন দাস, এমটেক (কলিকাতা) এবং শ্রীনকুল চন্দ্র সাহা, শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সাহা; শ্রীসূর্যকান্ত দাস, শ্রীমনোরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীবরুণ প্রধান, শ্রীসুন্দর গোপাল মহাপাত্র, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস(বৃন্দাবন); শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গোস্বামী (রামপুর, ইউ. পি) প্রমুখ ভক্তবৃন্দের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর রাতুল শ্রীচরণকমলে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ—
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী-
শ্রীচৈতন্যাব্দ —৫১৩,

১৪০৫ সাল
ইতি—বিনীত ভক্তকৃপালব প্রার্থী
প্রকাশক গৌররায় গোস্বামী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীভাগবতামৃত-কণা

শ্রীমদ্‌ভাগবতামৃতনির্ণীতঃ সর্বপ্রাধান্যো যোঽনন্যাপেক্ষিমহৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যঃ স শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ংরূপঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে যিনি সর্বপ্রধান বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, যাঁহার সুমহান্ ঐশ্বর্য (১) ও মাধুর্য (২) অন্যের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে অপেক্ষা করে না, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ (৩) পরতত্ত্ব ॥ ১ ॥

---

(১) নরলীলার ভাবকে অপেক্ষা না করিয়াই যে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ, তাহাকেই ঐশ্বর্য কহে; যেমন জন্মকালে মাতাপিতার সমক্ষে ঐশ্বর্য প্রকাশপূর্বক কহিলেন,—"আমার পূর্ব জন্মকথা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত আমার এই চতুর্ভুজরূপ তোমাদিগকে দর্শন করাইলাম, নচেৎ মর্ত্যভাব দ্বারা কাহারও মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না।" যেমন অর্জুনের প্রতি—"আমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় রূপ প্রত্যক্ষ কর"—এই কথা বলিয়া নিজ ঐশ্বর্য দেখাইলেন।—(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ২/৪)

(২) যেখানে ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইলেও বা না হইলেও নরলীলার ভাব অতিক্রম করে না, তাহার নাম মাধুর্য। যেমন পূতনার প্রাণহরণকালেও স্তন্যপানরূপ নর-বালকভাব; যেমন সুকঠিন শকটভঞ্জনকালেও সুকোমল চরণবিক্ষেপকারী উত্তানশায়ী ত্রৈমাসিক নরশিশুর ভাব; যেমন মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা বন্ধনের অশক্য অবস্থায়ও জননীর ভয়ে বিকলতা। আবার ঐশ্বর্যসত্ত্বেও তদপ্রকাশ অবস্থায় দধি, দুগ্ধ, চৌর্য, গোপস্ত্রীজনলাম্পট্য প্রভৃতি। —(ঐ ২/৩)

(৩) স্বয়ংরূপ—স্বয়ং-ভগবান্। অর্থাৎ যাঁহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবত্তা, অন্যকে কোনও বিষয়ে অপেক্ষা না করিয়া যিনি অভিব্যক্ত হয়েন, অর্থাৎ যিনি স্বতঃসিদ্ধ তাঁহাকেই স্বয়ংরূপ কহে; শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। একই

তস্য প্রায়স্তুল্য-শক্তিধারী যঃ স তস্য বিলাসঃ; যথা—বৈকুণ্ঠনাথঃ। তস্মান্ন্যূন-শক্তিধারী যঃ স স্বাংশঃ; যথা—মৎস্যকূর্ম্মাদিকঃ ॥ ২ ॥

যিনি প্রায় (১) স্বয়ংরূপের তুল্যশক্তিধারী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের (বা স্বয়ংরূপের) বিলাস; যেমন বৈকুণ্ঠনাথ—নারায়ণ। বিলাস হইতে নূন্যশক্তিধারীকে স্বাংশ কহে (২), যেমন মৎস্য-কূর্মাদি অবতার ॥ ২ ॥

স্বয়ংরূপ যখন যুগপৎ অনেক রূপে প্রকট হইয়া থাকেন, তাহাকে প্রকাশ কহে। প্রকাশ-দ্বিবিধ; প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণলীলাদির কোনরূপ ভেদ পরিলক্ষিত না হয়, তাহাই প্রাভব-প্রকাশ; যেমন রাসমণ্ডলে দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ। এই প্রকাশ স্বয়ং রূপ হইতে অভেদ। আর যে প্রকাশে স্বয়ংরূপ হইতে আকার ও গুণাদির অতি অল্পই পার্থক্য থাকে, তাহাকে বৈভব-প্রকাশ কহে, যেমন বাসুদেব যখন দ্বিভূজ এবং বলদেব যখন ব্রজে গোপভাবে,—তাঁহারা তখন বৈভব-প্রকাশ; আর যখন বাসুদেব চতুর্ভূজ ও বলদেব যখন মথুরা ও দ্বারকায় ক্ষত্রিয় ভাবে, তখন তাঁহারা প্রাভব-বিলাস। যথা—"স্বয়ংরূপ, স্বয়ং প্রকাশ-দুই রূপে স্ফূর্ত্তি। স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি। প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। প্রাভব-প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধি ॥" "বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ, সব কৃষ্ণের সমান ॥ বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী তনুজ। দ্বিভুজ স্বরূপ, কভু হন চতুর্ভূজ ॥ যে কালে দ্বিভূজ, নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভূজ হৈলে নাম প্রভাব-বিলাস ॥ স্বয়ংরূপে গোপবেশ, গোপ অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥ সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধ বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥" "ব্রজে গোপভাব রামের-পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন। বর্ণ, বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম ॥ বৈভব-প্রকাশে আর প্রভাব-বিলাসে। একই মূর্ত্তে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ —(চরিতামৃত মধ্য ২০/১৬৬-৬৮, ১৭৪-৭৮, ১৮৭-৮৮)

(১) প্রায় শব্দে কিঞ্চিদংশে ন্যূন বুঝাইয়া থাকে।

যত্রৈকৈক-শক্তি-সঞ্চারমাত্রং স আবেশঃ; যথা—ব্যাসাদয়ঃ ॥ ৩ ॥
অথাবতারাস্ত্রিবিধাঃ; পুরুষাবতারা, গুণাবতারা, লীলা-বতারাশ্চ ॥ ৪ ॥

যে সকল মহত্তম জীবে শ্রীভগবানের এক একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাহাকে আবেশ (১) কহে; যেমন ব্যাসাদি ॥ ৩ ॥

অনন্তর অবতার। (২) অবতার সকল প্রধানতঃ ত্রিবিধ; পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার (৩) ॥ ৪ ॥

---

(২) বিলাস ও স্বাংশ উভয় রূপকেই "তদেকাত্মরূপ" বলা হইয়া থাকে। যে রূপ স্বয়ং-রূপ হইতে ভিন্ন না হইয়াও আকার ও শক্ত্যাদিগত কিঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই "তদেকাত্মরূপ" কহে। তদেকাত্মরূপ পূর্বোক্ত বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। যথা—

"সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাব-বেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তার ॥
তদেকাত্মরূপের বিলাস, স্বাংশ-দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥'

(শ্রীচরিতামৃত মধ্য ২০/১৮৩-৮৪) ॥

(১) ভগবদাবেশ ও ভগবৎশক্ত্যাবেশ ভেদে আবেশ দ্বিবিধ। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান হয়; (অবশ্য বলাই বাহুল্য যে তাঁহাতে সেই সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত ভগবল্লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে) এবং তচ্ছক্ত্যাবিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে। ঋষভদেবাদি—ভগবদাবেশ; চতুঃসন, নারদ প্রভৃতি তচ্ছক্ত্যাবেশ। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৬ অনুঃ)

(২) বিশ্বহিতের জন্য অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপবৈভব সকলের মায়া-বৈভবে অবতরণের নামই 'অবতার'। যথা,—

"সৃষ্টিহেতু সেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর-মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥" (চরিতামৃত মধ্য ২০/২৬৩-৬৪)

তত্র যঃ প্রথম-পুরুষো মহত্তত্ত্বস্য স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রকৃত্যন্তর্যামী স সঙ্কর্ষণাংশঃ। দ্বিতীয়পুরুষো যো গর্ভোদশায়ী সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টা, স প্রদ্যুম্নাংশঃ। তৃতীয়পুরুষো যঃ ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী সোঽনিরুদ্ধাংশঃ ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে (প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ ভেদে পুরুষাবতার ত্রিবিধ) যিনি কারণার্ণবশায়ী, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তর্যামি, তিনিই প্রথম পুরুষ; (বৈকুণ্ঠনাথের দ্বিতীয় ব্যূহ) (১) সঙ্কর্ষণের অংশ। যিনি গর্ভোদশায়ী, ব্রহ্মার স্রষ্টা, সূক্ষ্ম-সমষ্টি-বিরাটের অন্তর্যামী, তিনিই দ্বিতীয় পরুষ; (বৈকুণ্ঠনাথের তৃতীয় ব্যূহ)—প্রদ্যুম্নের অংশ। যিনি ক্ষীরোদশায়ী, স্থূল-ব্যষ্টি-বিরাটের (২) অন্তর্যামী, তিনিই তৃতীয় পুরুষ; (বৈকুণ্ঠনাথের চতুর্থব্যূহ)—অনিরুদ্ধের অংশ ॥ ৫ ॥

---

(৩) যে চেষ্টা ও কার্যাদি কোনও প্রকার আয়াস কর্তৃক উৎপন্ন নহে, যাহা সর্বপ্রকারে স্বেচ্ছাধীন, যাহা বিবিধ বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ও নিত্য নব নব উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, সেই চেষ্টা ও কার্যাদিকে 'লীলা' কহে। শ্রীভগবানের যে সকল অবতারে উক্ত লীলার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই লীলাবতার। লীলাবতার সকল আবার প্রপঞ্চে অবতরণ ও অবস্থিতির কালানুসারে ত্রিবিধ গণ্য হইয়া থাকেন; যথা—কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার ॥ ৪ ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের চতুঃপার্শ্বস্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক ব্যূহচতুষ্টয়ের নাম আদি বা প্রথম চতুর্ব্যূহ এবং বৈকুণ্ঠনাথ—নারায়ণের চতুঃপার্শ্বস্থ বাসুদেবাদি মূর্ত্তি-চতুঃষ্টয়কে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ কহে। প্রথম চতুর্ব্যূহ ও বৈকুণ্ঠনাথ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাস এবং দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ যথাক্রমে প্রথম চতুর্ব্যূহের বিলাস। যথা—

"পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥"

—(চরিতামৃত, মধ্য ২০/১৯২)

(২) তৃতীয় পুরুষ একই স্বরূপে স্থূলব্যষ্টি বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের

অথ গুণাবতারাঃ। সত্ত্বগুণেন বিষ্ণুঃ পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদনাথ এব। রজোগুণেন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদশায়িনাভিপদ্মোদ্ভবঃ। ক্বচিৎ কল্পে তাদৃশ (পদপ্রাপক) পুণ্যকারী জীব এব ব্রহ্মা। তদা তত্র ঈশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদি-শক্তি-সঞ্চারেণাবেশাবতার এব। তদা রজোগুণ-যোগাদ্বিষ্ণুনা তস্য ন সাম্যম্। ক্বচিৎ কল্পে স্বয়মেব বিষ্ণুর্ব্রহ্মা ভবতি, যথা— কদাচিৎ যজ্ঞঃ স্বয়মেব ইন্দ্রঃ। তদা তস্য বিষ্ণুনা সাম্যমেব।

অনন্তর গুণাবতার। (গুণাবতার ত্রিবিধ; বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব) পূর্বোক্ত তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ীই সত্ত্বগুণ দ্বারা (১) পালনকর্তা বিষ্ণু। গর্ভোদশায়ীর নাভিকমল হইতে প্রাদুর্ভূত রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্তা যিনি, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ক্বচিৎ কোন কল্পে তাদৃশ পদপ্রাপক্ পুণ্যবান্ জীবও ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মা, শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি শক্তি (২) সঞ্চারে সংঘটিত হয়েন বলিয়া, তাঁহাকে আবেশাবতার বলা হইয়া থাকে। সেই অবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণ সংস্পর্শ হয় বলিয়া, বিষ্ণুর সহিত তাঁহার

অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ও পালনকর্তা—গুণাবতার বিষ্ণুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। যথা—

"তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ-অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো—পালনকর্ত্তা স্বামী॥"
—(চরিতামৃত মধ্য ২০/২৯৪-৯৫)॥ ৫॥

(১) ব্রহ্মা ও শিব সন্নিধ্যমাত্র যথাক্রমে রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্র সত্ত্বগুণের উপকারক হয়েন, সুতরাং বিষ্ণুর কোন প্রকারেই গুণস্পর্শ নাই।

(২) যোগ্য জীব, পাইলে দ্বিতীয় পুরুষই শক্তি সঞ্চার করেন, না পাইলে স্বয়ংই অংশে অবতীর্ণ হয়েন। যথা—

"ভক্তি-মিশ্র-কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥

পাতালাদিসত্যলোকান্তসমষ্টিবিরাট্ স্থূলো ব্রহ্মণ এব যো বিগ্রহঃ প্রাকৃতঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্য জীবঃ সূক্ষ্মো হিরণ্যগর্ভঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্যান্তর্যামী তু গর্ভোদশায়ীশ্বর এব।

অথ তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা; ক্বচিৎ কল্পে জীবশ্চ, ক্বচিৎ কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরেব, ক্বচিৎ কল্পে সদাশিব এব। কিঞ্চ, সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষরূপো নির্গুণ এব, সগুণ-শিবস্যাংশী। অতএবাস্য

সাম্য স্বীকার করা যায় না। আবার কোনও কল্পে (সেরূপ পুণ্যবান্ জীবের অভাবে) বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন; যেমন কখন কখন বিষ্ণু স্বয়ং ই ইন্দ্র (১) হয়েন। যেমন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে (ভাঃ ৮/১/১৮) শ্রীযজ্ঞাখ্য হরি স্বয়ংই ইন্দ্র হইয়াছেন। স্বয়ং বিষ্ণু যখন ব্রহ্মাদি হয়েন, সেই ব্রহ্মাদিকেই বিষ্ণু হইতে অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। পাতালাদি সত্যলোক পর্যন্ত স্থূল-সমষ্টি-বিরাটরূপ প্রাকৃত নিখিল পদার্থই ব্রহ্মার স্থূল শরীর—উহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। সেই স্থূল শরীর মধ্যে যিনি সূক্ষ্মজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ—তিনিও ব্রহ্মা। তদন্তর্যামী যিনি গর্ভোদশায়ী-দ্বিতীয় পুরুষ,—তিনি ঈশ্বর।

অনন্তর তমোগুণদ্বারা যিনি সংহারকর্তা তিনিই শিব। যাঁহাকে স্থূল বৈরাজপুরুষ ও সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকর্তা পদ্মোদ্ভব ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা বলা হইয়াছে, তিনিই শিবরূপ ধারণপূর্বক সংহার কার্য সাধন করিয়া থাকেন। কোন কল্পে (তাদৃশ পুণ্যবান্) জীব, তদভাবে কোনও কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণ করেন এবং কোন কল্পে সদাশিবও। কিন্তু যিনি সদাশিব (২) তিনি নির্গুণ ও স্বয়ংরূপের বিলাস বিশেষ। তিনি গুণাবতার শিবের

গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥"

—(চরিতামৃত মধ্য ২০/৩০২-৩০৪)

ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং, বিষ্ণুনা সাম্যং, সগুণত্বে ত্বসাম্যঞ্চ ॥ ৬ ॥

অথ লীলাবতারাঃ। চতুঃসন-নারদ-বরাহ-মৎস্য-যজ্ঞ-নর-নারায়ণ-কপিল-দত্ত-হয়শীর্ষ-হংস-পৃশ্নিগর্ভ-ঋষভ-পৃথু-নৃসিংহ-কূর্ম্ম-ধন্বন্তরি-মোহিনী-বামন-পরশুরাম-রঘুনাথ-ব্যাস-বলভদ্র-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কি-প্রভৃতয়ঃ। এতে প্রতিকল্পং প্রাদুর্ভবন্তীতি ॥ ৭ ॥

অংশী। অতএব ইনি ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর সমান এবং যিনি সগুণ তাঁহাকে বিষ্ণু হইতে পৃথক বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অনন্তর লীলাবতার। চতুঃসন, (১) নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নর-নারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলভদ্র, * কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি ইঁহারা প্রতিকল্পে (২) প্রায় একবার প্রাদুর্ভূত হয়েন। (৩) (সেইজন্য এই সকল অবতারকে কল্পাবতারও বলা হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

---

(১) কেবল ইন্দ্রই নহেন, ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম। আধিকারিক দেবতা সকল কখনও কখনও তাদৃশ পুণ্যবান্ জীবগণ ও কখন তদভাবে বিষ্ণু স্বয়ংই হইয়া থাকেন।

(২) সদাশিব বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে নিত্য বিরাজিত আছেন। তিনি নির্গুণ এবং বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। গুণাবতার শিব এই সদাশিবের অংশ ॥ ৬ ॥

(১) সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজনকে চতুঃসন নামে একটি অবতারে গণনা করা হইয়াছে; যেমন নর-নারায়ণ দুইজনে একটি অবতারে গণ্য হইয়াছেন। নর-নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামক অপর দুই সহোদরের কথাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ব্রহ্মার একদিনকে "কল্প" কহে। চতুর্দশটি মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। "সত্য, ত্রেতা , দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে এক দিব্য যুগ মানি ॥ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥" (চৈঃ চঃ আ ৩পঃ)

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ। যজ্ঞ-বিভু-সত্যসেন-হরি-বৈকুণ্ঠ-অজিত-বামন-সার্ব্বভৌম-ঋষভ-বিষ্বক্সেন-ধর্ম্মসেতু-সুধামা-যোগেশ্বর-বৃহদ্ভানবঃ ॥ ৮ ॥

অথ যুগাবতারাঃ। শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-কৃষ্ণাঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর মন্বন্তরাবতার (১)। (চতুর্দশটি মন্বন্তরাবতার যথাক্রমে উক্ত হইতেছেন) যজ্ঞ, (২) বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু ॥ ৮ ॥

অনন্তর যুগাবতার (৩)। (সত্যাদি চারিযুগে যথাক্রমে) শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ, (৪) (এই চারিজন যুগাবতার) ॥ ৯ ॥

---

(৩) 'প্রায়' শব্দ দ্বারা ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ অবতারই প্রতিকল্পে একবার করিয়া ও তদ্ভিন্ন কতিপয় অবতার একাধিকবার অবতরণ করিয়া থাকেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

* সাধারণভাবে অবতারের গণনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে গণনা করা হইলেও, তিনি অবতারের পর্যায়ভুক্ত নহেন। ইহা 'কৃষ্ণস্তু ভগান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১/৩/২৮)—এই বাক্যে বলা হইয়াছে। ইঁনি স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ 'অবতারী'। "সব অবতারে করি সামান্য লক্ষণ। তারমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ অবতার সব—পুরুষের কলাঅংশ। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ২/৬৮-৭০) ॥ ৭ ॥

(১) ইঁহারা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন, সেই সেই মন্বন্তরকাল পর্যন্ত পালন করেন বলিয়াই, ইঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলা হইয়া থাকে। মন্বন্তর যথাক্রমে চতর্দশটি; যথা,—

১। সায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণ, ৯। দক্ষসাবর্ণ, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণ, ১১। ধর্মসাবর্ণ, ১২। রুদ্রসাবর্ণ, ১৩। দেবসাবর্ণ, ১৪। ইন্দ্রসাবর্ণ।

(২) যজ্ঞ ও বামন এই দুইটি মন্বন্তরাবতার লীলাবতার রূপেও গণনীয় হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এষাং মধ্যে কেচিদাবেশাঃ, কেচিৎ প্রাভবাঃ, কেচিৎ বৈভবাঃ, কেচিৎ পরাবস্থাঃ ॥ ১০ ॥

এই সমুদয় অবতারের মধ্যে, (অর্থাৎ লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার সকলের মধ্যে) কেহ আবেশ, কেহ প্রাভব, কেহ বৈভব ও কেহ পরাবস্থ (১) ॥ ১০ ॥

---

(৩) মন্বন্তরাবতার সকলই নিজ নিজ অধিকারভুক্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই বর্ণ ও এই নাম ধারণপূর্বক যুগাবতার হইয়া থাকেন। যুগাবতারগণ গর্ভোদশায়ীর অবতার নহেন। যথা—

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥
উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ ।
মনন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥

(লঘুভাগবতামৃত, যুগাবতার প্রসঙ্গ ১ কারিকা।)

ইহাই সাধারণ যুগসকলের যুগাবতারের নিয়ম। কিন্তু ক্বচিৎ কোনও চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলিযুগবিশেষে, (বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলিতে) কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে; শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গ মহাশয়ের উক্তি; যথা—.

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ ।
শক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (ভাঃ ১০/৮/১৩)

অর্থাৎ—"শুক্ল, রক্ত, পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি। সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ইদানীং দ্বাপরে ক্রিহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ। এই সর্ব্বশাস্ত্রের পুরাণের মর্ম্ম ॥"

—(চরিতামৃত আঃ ৩/৩৭-৩৮)

শাস্ত্রোক্ত এই কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অসাধারণ যুগাবতারদ্বয়—অবতার নহেন, অবতারী অর্থাৎ স্বয়ংরূপ। ইহার মধ্যে প্রথমটি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পীতবর্ণের দ্বিতীয়টি "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই"—অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। উক্ত বিশেষ দ্বাপর ও

চতুঃসন-নারদ-পৃথু-পরশুরাম-প্রভৃতয় আবেশাঃ। ততোঽধিক-শক্তিমন্তঃ প্রাভবাঃ; তেষু মোহিনী-ধন্বন্তরী-হংস-ঋষভ-ব্যাস-দত্ত-শুক্লাদয়ঃ। ততোঽপ্যধিক-শক্তি-প্রকাশকাঃ বৈভবাঃ; মৎস্য-কূর্ম্ম-নরনারায়ণ-বরাহ-হয়শীর্ষ-পৃশ্নিগর্ভ-বলভদ্র-যজ্ঞাদয়ঃ। ততোঽপ্যধিকাঃ পরাবস্থাঃ, তেষুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো নৃসিংহো রামঃ কৃষ্ণশ্চ। কৃষ্ণ এব স্বয়ং-ভগবান্। তস্মাদধিকঃ কোঽপি নাস্তি ॥ ১১ ॥

চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম প্রভৃতি ইঁহারা আবেশ। আবেশ অপেক্ষা অধিক শক্তিযুক্ত অবতারই প্রাভব; যথা—মোহিনী, ধন্বন্তরি, হংস, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত, কপিল ও শুক্ল, প্রভৃতি চতুর্যুগাবতার। প্রাভব অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশক যাঁহারা, তাঁহারা বৈভব; যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, বলভদ্র, ও যজ্ঞাদি চতুর্দশ-মন্বন্তরাবতার। তদপেক্ষাও অধিক শক্তির প্রকাশককে পরাবস্থ কহে; নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ, ইহাঁরা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ পরাবস্থ (১)। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। (তাঁহার সমান) বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহই নাই ॥ ১১ ॥

কলিযুগে—সাধারণ দ্বাপর ও কলিযুগের ন্যায় স্বতন্ত্র যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না; স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব-হেতু তাঁহারা স্বয়ংরূপেই প্রবিষ্ট হইয়া যুগধর্মও প্রচার করিয়া থাকেন। কেবল যুগাবতারই নহেন, স্বয়ং-ভগবানের প্রকটকালে, অপর সমস্ত অবতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যথা,—

"পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥"—চরিতামৃত আঃ ৪/১০-১২)

(৪) এই যুগাবতার কৃষ্ণ—আবেশাবতার; ইনি স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন। ॥ ৯ ॥

(পৃঃ ৯/১) পরিপূর্ণ সর্বশক্তি—এমন যে অবস্থা, তাহাকে পরাবস্থা কহে। শ্রীভগবানের সকল অবতারেই ভগবত্তার প্রকাশ একরূপ নহে, উহার তারতম্য হইয়া থাকে। অবতারসকল শক্তি প্রকাশের তারতম্যানুসারে, আবেশ, প্রাভব,

তস্য বাসস্থানানি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মুখ্যানি চত্বারি, ব্রজ-মধুপুরদ্বারাবতী-গোলোকাখ্যানি। কৃষ্ণোঽপি সপরিবারো বলদেব-সহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ; মথুরায়াং পূর্ণতরঃ; দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবারসহিতঃ পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকস্ত্বোঽপি বৃন্দাবনীয়লীল-ত্বাৎ পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষু-মাধুর্য্যাধিক্য-তারতম্যাদৈশ্বর্য্য-স্যাচ্ছাদন-তারতম্যম্। উত্তরোত্তরেষু মাধুর্য্য-হ্রাস-তারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশতারতম্যম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ চারিটি বাসস্থান বা ধাম; যথা—ব্রজ, (১) মধুপুর, দ্বারাবতী ও গোলোক। পরিবারবর্গের সহিত ও বলদেবের সহিত

বৈভব ও পরাবস্থ ভেদে চতুর্বিধ হইয়া থাকেন। আবেশাবতারে কেবল এক একটি শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে; যে সকল অবতারে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' কহে; প্রাভব অপেক্ষাও অধিক শক্তির প্রকাশ যেখানে—সেই অবতার সকলকে 'বৈভব' কহে; এবং পূর্ণভাবে সর্বশক্তির যেখানে প্রকাশ, অর্থাৎ ষাড়্গুণ্যের পরিপূর্ণ ভাবকে 'পরাবস্থ' কহে। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণযুক্তের নাম ষাড়্গুণ্য। এই ছয়টি গুণের প্রকাশ যে অবতারে যত অধিক তিনি তত শ্রেষ্ঠপরাবস্থ। ॥ ১০ ॥

(পৃঃ ১০/১) নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—তিনই 'পরাবস্থ' হইলেও অর্থাৎ তিনেতেই ষাড়্গুণ্যের পরিপূর্তি থাকিলেও, উত্তরোত্তর ষাড়্গুণ্যপূর্তির আধিক্য আছে। নৃসিংহে ঐশ্বর্যাতিশয়ের এবং রামচন্দ্রে মাধুর্যাতিশয়ের আবিষ্কার হওয়ায় নৃসিংহ হইতে শ্রীরামচন্দ্রে ভগবত্তার আধিক্য হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহে ঐশ্বর্যাধিক্য এবং শ্রীরামচন্দ্রে মাধুর্যাধিক্য,কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান বলিয়া—শ্রীনৃসিংহ দেব ও শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার আতিশয্যপ্রকটিত হইয়াছে। নৃসিংহ এবং রামে পরাবস্থের তাদৃশ আধিক্য ছিল না, যাহাতে কেবল নাম শুনিয়াই সাধারণের বা বিদ্বেষী অসুরগণের তাঁহাতে বিষ্ণুবুদ্ধি ও রূপ দর্শনে তাঁহাতে চিত্ত আবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশী মোক্ষজনিকা শক্তি আছে, যাহাতে তাঁহার নাম শ্রবণ ও রূপ দর্শন মাত্রেই চিত্তের আবেশ ও মৃত্যুকালে দর্শনমাত্রই মুক্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ হতারিগতিদায়ক-

যস্যা জলে কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি মহাবিষ্ণুরোমকূপ গতানি, তস্যা বিরজায়াঃ পরিখাভূতায়া উপরি মহাবৈকুণ্ঠ-লোকঃ। তস্যোর্দ্ধভাগে গোলোকঃ। তত্র গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ সপরিবারো বর্ত্ততে। তস্য বিলাসঃ—মহা-বৈকুণ্ঠনাথঃ পরব্যোমনাথনামা। তস্য বিলাসো বাসুদেবঃ, তস্যবিলাসঃ পরমাত্মা ব্রহ্ম চ নির্বিশেষরূপম্।

ব্রজে বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম। তিনিই মথুরায় পূর্ণতর এবং পরিবারবর্গ ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধের সহিত দ্বারকায় পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পূর্ণকল্প হইয়াও তাঁহার গোলোক লীলা, বৃন্দাবনীয় লীলা বলিয়াই উহাও পূর্ণতম সজাতীয়। পূর্ব পূর্ব ধাম সকলে মাধুর্যাধিক্যের তারতম্য বশতঃ ঐশ্বর্য আচ্ছাদনের তারতম্য আবার উত্তরোত্তর ধাম সকলে মাধুর্য হ্রাসের তারতম্য হেতু ঐশ্বর্য প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাহার জলে মহাবিষ্ণুর লোমকূপগত কোটি কোটিব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছেন, সেই বিরজা (১) ঊর্দ্ধস্থিত মহাবৈকুণ্ঠ-লোকের পরিখাস্বরূপ।

স্বভাব, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন অবতারে পরিদৃষ্ট হয় না। যে দৈত্য হিরণ্যকশিপু ও রাবণ দেহে শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া দেব-দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, সেই দৈত্যই শিশুপালদেহে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত হইয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল। পুতনা প্রভৃতি হত অরিগণের মুক্তি প্রদানও শ্রীকৃষ্ণের সেই হতারি-গতিদায়ক-স্বভাবের, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাম হইতে উৎকর্ষের ও স্বয়ং ভগবত্তার নিদর্শন। ॥ ১১ ॥

(পৃঃ ১১/১) শ্রীবৃন্দাবনের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য সকল চিদানন্দময় ও অনন্তমাধুর্য মণ্ডিত। তথায় পরমারমা সকল কান্তা এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত। বিবিধ বৈচিত্র্যময়ী লীলা-কল্লোলবারিধির তরঙ্গরঙ্গে বৃন্দারণ্য নিত্য উদ্বেলিত। ব্রজাঙ্গনাগণের চরণভূষণ চিন্তামণিময়, বংশী প্রিয়সখী। তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বাণীই দিব্যগীতময়ী, স্বাভাবিক গতিই বিচিত্রনৃত্যময়ী,—গীত ও নৃত্যের উপমা নাই! বৃন্দাবনের ভূমি—চিন্তামণিগণময়ী, ভবন—চিন্তামণিময়, বিটপীসকল—কল্পবৃক্ষ ও সাধারণ বারিই অমৃতময়! সেথায় কামধেনু সকল সাধারণ ধেনু ও

গোলোকনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহো যো বলদেবস্তস্য বিলাসো মহা-বৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণঃ। তস্যাংশঃ কারণার্ণবশায়ী। তস্য বিলাসো গর্ভোদশায়ী (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী) প্রদ্যুম্নাংশঃ। তস্য বিলাসঃ ক্ষীরোদশায়ী

বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে গোলোক। সেই ধামে দেবলীলাকারী (*) শ্রীকৃষ্ণ পরিজনের সহিত বিরাজিত। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমাধিপতি মহাবৈকুণ্ঠনাথ, তাঁহার বিলাস বাসুদেব, বাসুদেবের বিলাস পরমাত্মা এবং ব্রহ্মও তাঁহারই নির্বিশেষ-স্বরূপ। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়ব্যূহ যে বলদেব, তাঁহারই বিলাস মহাবৈকুণ্ঠের সঙ্কর্ষণ (অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ); কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সেই সঙ্কর্ষণেরই

সুরতরুসকল সাধারণ তরু! সেখাকার চন্দ্র সূর্যাদি সকলই চিদানন্দময়,—সেথাকার সকলই প্রেম-নেত্রগ্রাহ্য; যথা—"চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ প্রেম নেত্রে দেখে তারে স্বরূপ-প্রকাশ। গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।"—(চরিতামৃত আদি ৫/২০-২১) ॥ ১২ ॥

(১) শ্রীভগবানের স্বেদজলবাহিনী বিরজার অপর নাম কারণার্ণব। ইহারই একবিন্দু হইতে সুরতরঙ্গিনী গঙ্গার আবির্ভাব। বিরজার এক পারে ত্রিপাদ বৈভব বা পরব্যোম ও অপর পারে পাদ-বৈভব বা মায়াধাম; উভয়ের মধ্যবর্তিনী বিরজা, মায়াময় প্রাকৃতধামকে চিন্ময় অপ্রাকৃতধাম হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিরজার উর্দ্ধে বা অপর পারে পরব্যোম। পরব্যোমের বাহ্যাবরণের নাম সিদ্ধলোক; ইহা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় মণ্ডলস্বরূপ। তদূর্দ্ধে চিচ্ছক্তির বিলাসস্বরূপ সবিশেষ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম; উহাকে কেহ কেহ হরিধাম কহেন। উহার আকার পদ্মের ন্যায়; ঐ পদ্মের অনন্ত দলসকল অনন্ত বৈকুণ্ঠ। তদূর্দ্ধে গোলোক নামক শ্রীকৃষ্ণধাম; উহা পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ এবং ত্রিপাদ ও পাদবৈভবের কেন্দ্রস্থানীয়। উহা পুনরায় দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন নামক ধামত্রয়ে বিভক্ত ও মাধুর্যাধিক্যে উত্তোরত্তর শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় অন্তঃপুর; তাহার বাহিরে ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠধাম, ইহা শ্রীভগবানের মধ্যম আবাস বা বহির্বাটি স্বরূপ। তাহার বাহিরে জ্যোতির্ময়ধাম বা সিদ্ধলোক। সাযুজ্য মুক্তির

---

* নিত্যধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বা অপ্রকট লীলা কহে ॥ ১৩ ॥

অনিরুদ্ধাংশঃ বিরাড়ন্তর্যামী। মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারাঃ গর্ভোদকশায়ি-বিলাসঃ ॥ ১৩ ॥

অথ দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনাখ্যে ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নর লীলত্বাধিক্য-তারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্য-তারতম্যম্।

অংশ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী—কারণার্ণবশায়ীর বিলাস এবং (বৈকুণ্ঠনাথের তৃতীয়ব্যূহ)—প্রদ্যুম্নের অংশ। ক্ষীরোদশায়ী—গর্ভোদশায়ীর বিলাস এবং (বৈকুণ্ঠনাথের চতুর্থব্যূহ)—অনিরুদ্ধের অংশ, বিরাটের অন্তর্যামী। মৎস্য-কূর্মাদি অবতার গর্ভোদশায়ীর বিলাস ॥ ১৩ ॥

অধিকারিগণ এই জ্যোতিতেই লয় পাইয়া থাকেন। ইহা পূর্বোক্ত পদ্মস্থানীয় ধাম ও পরিবারাদিসহ শ্রীভগবানের অঙ্গ জ্যোতিবিশেষ; ইঁহারই অপর নাম নির্বিশেষ ব্রহ্ম। তাহার পর বিরজা বা কারণার্ণব। তাহার নিম্নে বা এপারে দেবীধাম বা মায়াবৈভব। কৃষ্ণধাম, হরিধাম, মহেশধাম বা সিদ্ধলোক, বিরজা ও দেবী বা মায়াধাম, শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্তেরই অধীশ্বর, তাঁহার মহিমা ও ঐশ্বর্য অনন্ত, অচিন্ত্য।

"প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্ ॥ সর্ব্বগ অনন্ত বিভূ বৈকুণ্ঠাদিধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥ তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোকুল, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম ॥" মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা ॥ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥ পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণ রূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ। নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভূজ ॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়। শ্রী, ভূ, লীলা, শক্তি তাঁর চরণ সেবয় ॥ যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়া মাত্র ধর্ম্ম। তথাপি জীবে কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তির তাঁহা নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা[১] সবার

সা লীলা দ্বিবিধা; প্রকটাপ্রকটা চ। যা যুগপদ্ বাল্যপৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাসময্যঃ সপরিকরস্য কৃষ্ণস্যানন্তপ্রকাশৈঃ নিত্যমেবাপ্রকট-লীলা বর্ত্তন্তে, তা এব একেনৈব প্রকাশেন সপরিবারেণ শ্রীকৃষ্ণেন যদা প্রপঞ্চে ক্রমতো প্রকাশ্যন্তে, তদা প্রকটেতি। গমনাগমনে তু তত্তদ্ধামতঃ প্রকটলীলায়ামেবেতি বিশেষঃ। একমেব বৃন্দাবনমেকৈব মথুরা একৈব দ্বারাবতী চ ব্রহ্মাণ্ডসমূহকোটি-মধ্যগত-ভারতভূমৌ তত্তদ্বাসিজনৈর্দৃশ্যতে। প্রকটা লীলা চ জন্মাদি-মৌষলান্তা প্রত্যেকব্রহ্মাণ্ডসমূহে ক্রমেণ তত্র তত্রস্থৈর্দৃশ্যতে। যথা জ্যোতিশ্চক্রস্থ এব সূর্য্য একস্মিন্ বর্ষে পূর্বাহ্নাদিকং সমাপ্যান্যস্মিন বর্ষে

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাধিক্যের তারতম্যবশতঃ, দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনাখ্য ধামত্রয়ে ক্রমে মাধুর্যাধিক্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে; সেইলীলা দ্বিবিধা, প্রকট ও অপ্রকট। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিকরগণের সহিত প্রপঞ্চের অগোচর অনন্ত প্রকাশে যে যুগপৎ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর বিলাসময়ী নিত্য লীলা করিয়া থাকেন, তাহাই অপ্রকট লীলা। আর সেই লীলা যখন একই প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রপঞ্চে যথাক্রমে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকট-লীলা। বিশেষতঃ প্রকট-লীলাতে ধাম হইতে ধামান্তরে গমনাগমন (ও

স্থিতি ॥ বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার। সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস। নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥" "বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে হয় কারণার্ণব নাম ॥ বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥ বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়। মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। যার এক কণ গঙ্গা জগৎপাবন। সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন

তৎপ্রকাশয়তি কুত্রচিন্নপ্রকাশয়তি চ। এবমেক এব কৃষ্ণো প্রকটপ্রকাশে নিজধামস্থ এব একস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে বাল্যাদিলীলাং সমাপ্যান্যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটয়তি, অন্যস্মিন্ কিমপি ন প্রকটয়তীতি প্রকটেঽপি বাল্যাদিলীলা নিত্যা এব সচ্চিদানন্দরূপাঃ। কিন্তু মৌষল-লীলা, মহিষীহরণ-লীলা চেন্দ্রজালবৎ কৃত্রিমৈব, লীলান্তরস্য নিত্যত্ব-সংগোপনার্থং জ্ঞেয়া; তয়োরুপাসকাভাবাৎ।

অসুর-সংহারাদিদ্বারা ভূভারহরণ) কার্য সাধিত হয়। একই স্বরূপ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা ব্রহ্মাণ্ড-কোটি মধ্যগত প্রতি ভারত ভূমিতে এক একটি করিয়া তত্তদ্বাসী ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ দর্শন জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য যেমন কিরণাবলীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবর্তী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য হয়, তদ্রূপ জন্মাদি মৌষলান্ত প্রত্যেক প্রকটলীলা ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে ক্রমে তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডবাসী ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য যেমন জ্যোতিশ্চক্রে থাকিয়াই একটি বর্ষে পূর্বাহ্নাদি সমাপনান্তে বর্ষান্তরে আবার ঐ পূর্বহ্নাদি প্রকাশ করেন, কোথাও বা প্রকাশ করেনও না, সেইরূপ একই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট প্রকাশে নিজ-ধামে থাকিয়াই এক ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে বাল্যাদি লীলা সমাপন করিয়া, অন্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহে পূনর্বার ঐ সকল লীলা প্রকট করেন, আবার কোন ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে কিছুই প্রকট করেন না, এই রূপে প্রকটেও বাল্যাদি লীলা প্রবাহরূপে নিত্য (১) ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ

শয়ন ॥ মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎ কারণ। আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥ মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্র মায়া স্পর্শিতে না পারে ॥"—(চরিতামৃত আদি ৫/১৪-১৭, ২৩-৩৮, ৫১-৫৭)।

(১) "নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে। কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে। সপ্তদীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥" "এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অন্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল

কিঞ্চ, প্রকটলীলামধ্যে বৃন্দাবনস্য মণিময়-বৃক্ষ-ভূম্যাদিত্বং তৎপরিবারেণাপি কেনচিদ্দৃশ্যতে, কেনচিন্ন দৃশ্যতে চ, তদিচ্ছাবশাৎ। প্রকটলীলাসমাপ্ত্যনন্তরং তু তত্রস্থজনেন ভজনাধিক্যেনাত্যুৎকণ্ঠায়াং বৃত্তায়ামেব লীলায়া বর্ত্তমানতা দৃশ্যতে। তত্রাপি স্ববাসনাতদিচ্ছানুসারাভ্যামিতি বিবেকঃ।

এবঞ্চ সর্বস্বরূপেভ্যো ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মুখ্যত্বম্। সর্বধামতো গোকুলস্যৈব মুখ্যত্বম্। চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে; প্রেম-ক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু মৌষললীলা ও মহিষীহরণলীলা ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা বা মায়িক। লীলান্তরের নিত্যত্ব গোপন করিবার জন্যই এই দুই মায়িক লীলার প্রকটন জানিতে হইবে, যেহেতু উক্ত লীলাদ্বয়ের কোনও উপাসক নাই।

আরও প্রকটলীলাকালে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার পরিবারগণের মধ্যেও কেহবা মণিময় বৃন্দাবনাদিকে মণিময়রূপেই আবার কেহ বা পার্থিবরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। আবার প্রকটলীলাবসানের পরও তত্রস্থ কোনও সাধক, ভজনাধিক্যহেতু অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃই ঐ লীলাকে বর্তমানই দেখিয়া থাকেন, ইহাতে ভক্তের স্বীয় বাসনা ও শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া জানিতে হইবে।

এইরূপে সকল স্বরূপ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও সকল ধাম হইতে গোকুলেরই শ্রেষ্ঠত্বসিদ্ধ হইতেছে। লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য বেণুমাধুর্য ও শ্রীবিগ্রহমাধুর্য এই মাধুর্যচতুষ্টয় ব্রজধামেই বিরাজিত ॥ ১৪ ॥

চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ। তাহা যৈছে ব্রজে পুরে করিলা বিলাস ॥ অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে। সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ। পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম-পুরাণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০/৩৮৩-৮৫, ৩৮৮-৯৩) ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রীভাগবতান্তে চ—মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ। পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ॥ দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ। সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ॥

এষাং মধ্যে প্রহ্লাদঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽপি পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপি কেচিদ্ যাদবাস্তেভ্যোঽপ্যুদ্ধবঃ। তস্মাদপি ব্রজদেব্যঃ। তাভ্যোঽপি মদ্রাধেতি॥ ১৫॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যস্মাৎ।
ভাগবতামৃতকণিকা, মণিকাঞ্চনমিবানুস্যূতা॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত-শ্রীভাগবতামৃত-কণিকা-নাম গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ॥

অনন্তর ভক্তগণ। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দালভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদ, প্রভৃতি বৈষ্ণবগণই ভক্ত। শ্রীহরির ন্যায় এই সকল ভক্তেরও সেবা না করিলে পরম অপরাধ হইয়া থাকে। এই ভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ হইতে কোন কোন যাদবগণ ও যাদবগণ মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। আবার উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ (১) ও ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা॥ ১৫॥

যাঁহাদিগের ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন নাই, অথচ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে উন্মুখ, এতাদৃশ ব্যক্তিসকলের জন্যই এই ভাগবতামৃতকণিকা মণিকাঞ্চণের ন্যায় গ্রথিত হইল।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতকণিকার সরল বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

---

(১) সমস্ত ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকাই প্রধানা। আবার এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা বলিয়া, চন্দ্রাবলী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা সুতরাং শ্রীরাধিকাই সর্বভক্তশিরোমণি। লক্ষ্মী-দুর্গাদি-শক্তি সকল তাঁহারই অংশ॥ ১৫॥

১। "শ্রীভাগবতামৃত-কণা"—সম্বন্ধে কয়েকখানি

অভিমত-পত্র

১। প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়; কলিকাতা।

"তোমার সম্পাদিত "শ্রীভাগবতামৃতকণা" দেখিলাম। খুব ভালই হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল। সম্পাদন রীতিও ভাল। পাদটীকাগুলি আরও ভাল। এইশ্রেণীর সিদ্ধান্ত গ্রন্থের এভাবে প্রচার করিয়া তুমি আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমার শরীর মন সুস্থ রাখুন। তোমার কাছে আমরা অনেক আশা করিতেছি। আমার প্রাণের আশীর্বাদ জানিবে।" ইতি—(২০/৯/১৩৩২)

২। পণ্ডিত প্রবর শ্রীল নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য মহোদয়, বাঘনাপাড়া।

"প্রভু শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয়ের লঘুভাগবতামৃত নামক অমূল্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থের সার আহরণ করিয়া, ভক্তপ্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ধন্য হইয়াছেন। 'শ্রীভাগবতামৃতকণা' নামক সেই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকা সম্পাদন করিয়া, সম্পাদক শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী মহোদয় ধন্য হইলেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তি পিপাসু ভক্তগণের তিনি মহোপকার সাধন করিলেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।" ইতি—(১০/৭/১৩৩২)

৩। পণ্ডিত প্রবর শ্রীল গৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য মহোদয়, কলিকাতা।

"তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সানুবাদ 'শ্রীভাগবতামৃতকণা' উপহার সাদরে পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। কিঞ্চিন্ন্যূন চারিশতাব্দ পূর্বে শ্রীমন্মধ্বগৌড়েশ্বর বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সম্মানভাজন গোস্বামী প্রভু শ্রীমৎসনাতন-রূপ ও বিশ্বনাথনামক আচার্যত্রয়, ক্রমশঃ বৃহৎ-লঘু-কণাকারে শ্রীমদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধন বিষয়ে যে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাবধূ-প্রণয়ি বৈষ্ণবমাত্রেই অবগত আছেন। তুমি, পরমারাধ্যতম মৎসর্বস্বপদাম্ভোজ ওঁ বিষ্ণুপাদ সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীল গোস্বামী প্রভুর অনুবাদানুসরণ পূর্বক সটিপ্পনানুবাদ শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতকণার পুনঃ প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশাকরি উক্ত শ্রীগ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ আদৃত হইবেন। তুমি স্বধামগত পরমভাগবত শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথের সুসন্তান। প্রার্থনা করি, তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া শ্রীভগবদ্ভজনে কৃতার্থ হও ইতি—(২৫/৯/১৩৩২)

৪। পণ্ডিত প্রবর শ্রীল রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কলিকাতা

"শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহোদয়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মাচার্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকৃত কতিপয় গ্রন্থের তাৎপর্যাবলম্বনে যে সকল সারগর্ভ ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, '*শ্রীভাগবতামৃত-কণা*' তন্মধ্যে একখানি সমাদৃত গ্রন্থ। চক্রবর্তী মহোদয়ের অসীম কৃপায় বৈষ্ণব মাত্রেই বিশেষ উপকৃত। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভা, সর্বজন সম্মত পণ্ডিত্য প্রকর্ষ, সর্বোপরি মাধুর্য্যময়ী সমুন্নত ভক্তিরসশ্রী ভক্তজন সমাজে চিরদিনই সুপ্রসিদ্ধ। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহোদয় এই *শ্রীভাগবতামৃত-কণার* বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালী ভক্তগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আমি এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছি; তাহা যথাযথ বিশুদ্ধ, সরল ও সহজ বোধ্য হইয়াছে। অনুবাদক মহাশয়ের ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা বহু দিন হইতেই বৈষ্ণব সাহিত্য সেবায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছি। তিনি যে তাঁহার সমাজপূজ্য পূর্ব পুরুষগণের এবং সুপণ্ডিত ও সুভক্ত পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের শুভাশীর্বাদ ভাজন হইবেন, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি সুদীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ বৈষ্ণব সমাজের হিতকর কার্যে জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা" ইতি— (৬/১০/১৩৩২)

৫। প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়; কলিকাতা

"আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী, শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিরচিত '*শ্রীভাগবতামৃত-কণা*' গ্রন্থখানি অনুবাদ ও বিশদার্থসহ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। সম্পাদকীয় নিবেদনে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহাতেই গ্রন্থের উপযোগিতা সকলেই হৃদঙ্গম করিতে পারিবেন। যখন একবিন্দু অমৃত অমর করিবার শক্তি ধারণ করে, তখন ভাগবতামৃতের কণা লাভ করিতে পারিলে যে, জীব পুরুষ পরম্পরায় কৃতার্থ হইয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ কোথায়? গ্রন্থের সুসম্পাদন সম্বন্ধে যে ধারা অবধারিত হইয়াছে, উহা বিশেষ প্রসংশার্হ। *শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে সম্পাদকের মঙ্গলসহ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।" ইতি—(১৩/৮/১৩৩২)

৬। পণ্ডিত প্রবর শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয়

"এবার পুন্যভূমি বড়ডাঙ্গার মহোৎসবের সময় একটু অমৃতকণা আকস্মিক ভাবে করতলগত দেখিয়া লোভ-লালসায় অভিভূত হইয়া পান করিয়া দেখিলাম তৎকালের জন্য আমার ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গিয়াছে। পরে আনুসন্ধানে জানিলাম ইহা 'ভাগবতামৃত-কণা'। পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় অনধীত শাস্ত্র বৈষ্ণবগণকে অনন্ত ভগবত্তত্ত্ব সংক্ষেপে উপদেশ দিবার জন্য 'শ্রীমদ্ভাগবতামৃত কণা' সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবারকার এই নূতন সংস্করণের বিশেষত্ব এইটুকু যে, পরম প্রীত্যাস্পদ শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহোদয় পাদটীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত হইয়াছে, এবং তাহা পাঠ করিয়া আমি অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছি।" (৪/৭/১৩৩২)—শ্রীখণ্ড।

সর্বজন-সমাদৃত ও বহু-প্রসংশিত কতিপয় অপূর্ব

—ধর্মগ্রন্থ—

নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী-প্রণীত

১। *জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম* (পঞ্চম সংস্করণ, আনুকূল্য-১৫ টাকা)
২। *বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা* (চারিশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আনুকূল্য—৬০ টাকা)
৩। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ), (চতুর্থ সংস্করণ) আনুকূল্য—৩০ টাকা।
৪। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ—২য় সং) বা নামাপরাধ দর্পণ—মূল্য ৪০
৫। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ) বা (শ্রীনামের মাহাত্ম্য, আনুকূল্য—১৬ টাকা।)
৬। শ্রীশ্রীভক্তি রহস্য কণিকা (তৃতীয় সংস্করণ) আনুকূল্য— ১০০ টাকা।
৭। *শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য দীপিকা* (আনুকূল্য— ৪০ টাকা।)
৮। *মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ*— (দ্বিতীয় সং) (মূল্য ৮ টাকা।)
৯। *পথের গান ও লালসা-মুকুল* (কবিতা) একত্র মূল্য— ৫ টাকা।
১০। লালসা মুকুল (দ্বিতীয় স্তবক) মূল্য— ৩ টাকা।
১১। লীলা মাধুরী। (মূল্য— ৪ টাকা।)
১২। শ্রীশ্রী গৌরগোবিন্দ লীলা স্মরণ মঙ্গল (মূল্য —৫ টাকা।)
১৩। প্রেমাশ্রু ধারা (মূল্য —১৬ টাকা।)
১৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা কীর্তন। (আনুকূল্য—২ টাকা।)
১৫। ভক্তকবি শ্রীকিশোররায়ের নূতন কাব্যগ্রন্থ 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী'—মূল্য ৪৫

গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান

(১) শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন
পাইকপাড়া-কলিকাতা
পিন-৭০০০০২

(২) শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর দক্ষিণ
নবদ্বীপ-৭৪১৩০২
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

(৩) ঢাকা ষ্টোর্স
রাজার বাজার
নবদ্বীপ-৭৪১৩০২
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

(৪) স্বাগতম
মহাপ্রভু পাড়া
নবদ্বীপ -৭৪১৩০২
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

(৫) মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

(৬) শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস
১১৩, ব্রহ্মকুণ্ড
মদনমোহন ঠৌর
বৃন্দাবন-২৮১১২১
জিলা- মথুরা (ইউ, পি)

(৭) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

(৮) প্রাচীন মায়াপুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
জন্মস্থান মন্দির
নবদ্বীপ (নদীয়া) ৭৪১৩০২

অবতার তত্ত্ব ও ধাম তত্ত্ব।

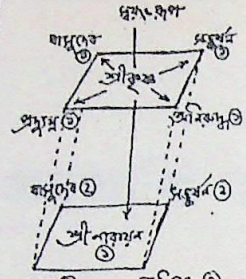

প্রথম বা আদি চতুর্ব্যূহ

① শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি
② শ্রীনারায়ণের ও প্রথম চতুর্ব্যূহের বিলাস মূর্তি (মহাবৈকুণ্ঠে)

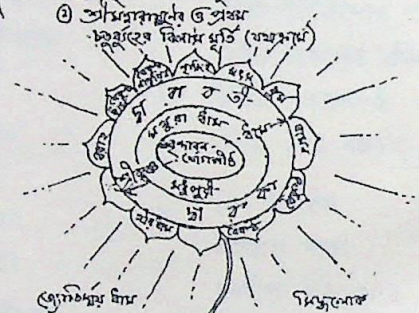

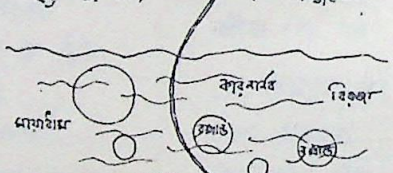

ধাম

গোলক { বৃন্দাবন (ব্রজ / গোকুল), মধুপুরী (মথুরা), দ্বারাবতী (দ্বারকা) } — পূর্ণ ধাম

(চিদাচিৎ) বৈকুণ্ঠধাম সকল (দিব্যলোক) মহাবৈকুণ্ঠধাম (জ্যোতির্ময় ব্রহ্মজ্যোতি) — পূর্ণতর ধাম

বিরজা (কারণার্ণব)

চিদাচিৎ বাবিশ্ব / মায়াধীশ ব্রহ্মাণ্ড (একপাদ বিভূতি) — পূর্ণতম ধাম

অবতার তত্ত্ব ও ধাম

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ (পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়) (অন্যান্যেরই মঙ্গলং উচ্যতে)

* স্বয়ংরূপং

- স্বয়ং প্রকাশ
  - প্রাভব প্রকাশ (রামযজ্ঞে, মহিষী বিবাহ ও নীলিন ভোজনে)
  - বৈভব প্রকাশ (বাসুদেব দ্বিভুজ ও ব্রজে কলদেব)
- আবেশ
  - উপাদানাবেশ (শ্রবণের কৃষ্ণের ব্যাসদেব প্র:)
  - ঈশ্বরাবেশ (চতুঃসন, নারদ ইঃ)
- তদেকাত্মরূপ
  - বিলাস (শ্রী রামরায় ও প্রথম চতুর্ব্যূহ, মহালিঙ্গ)
  - স্বাংশ (রাম, নৃসিংহ, কূর্ম প্রভৃতি)

আবেশ < প্রাভব < বৈভব < পরাবস্থ

নৃসিংহ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ } তদেব

[নৃসিংহে পূর্ণতমত্ব অভিলেখি ঐশ্বর্য্যাধিক্য।
শ্রীরামে পূর্ণতরত্ব অভিলেখ মাধুর্য্যাধিক্য
শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমত্ব অভিলেখ পূর্ণতম ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য উভয়বিধ। ইহাই পরিচায়ক শ্রীনাথ ও কৃষ্ণনামের]

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ

- পুরুষাবতার
  - প্রথম পুরুষাবতার (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) সংকর্ষণের অংশ
  - দ্বিতীয় পুরুষাবতার (গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মার ও প্রদ্যুম্নের অংশ)
  - তৃতীয় পুরুষাবতার (ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মা ... নারায়ণ) (সাক্ষী ও বিভুরূপ)
- গুণাবতার
  - ব্রহ্মা — রজোগুণের অধিষ্ঠাতা
  - বিষ্ণু — সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠাতা
  - শিব (সদাশিবের অংশ) — তমোগুণের অধিষ্ঠাতা
- লীলাবতার
  - কল্পাবতার
    - ① চতুঃসন ② নারদ ③ বরাহ ④ মৎস্য ⑤ যজ্ঞ ⑥ নরনারায়ণ ⑦ কপিল ⑧ দত্তাত্রেয় ⑨ হয়শীর্ষ ⑩ হংস ⑪ ধ্রুবপ্রিয় ⑫ পৃশ্নি ⑬ ঋষভ ⑭ পৃথু ⑮ নৃসিংহ ⑯ কূর্ম ⑰ ধন্বন্তরী ⑱ মোহিনী ⑲ বামন ⑳ পরশুরাম ㉑ রাম ㉒ ব্যাস ㉓ বলরাম ㉔ ইন্দ্র ㉕ বুদ্ধ ㉖ শ্রীকৃষ্ণ ㉗ কল্কি।
  - মন্বন্তরাবতার
    - মন্বন্তর — অবতার
      - ① স্বায়ম্ভুব — যজ্ঞ
      - ② স্বারোচিষ — বিভু
      - ③ উত্তম — সত্যসেন
      - ④ তামস — হরি
      - ⑤ রৈবত — বৈকুণ্ঠ
      - ⑥ চাক্ষুষ — অজিত
      - ⑦ বৈবস্বত — বামন
      - ⑧ সাবর্ণ — সার্বভৌম
      - ⑨ দক্ষসাবর্ণ — ঋষভ
      - ⑩ ব্রহ্মসাবর্ণ — বিষ্বক্সেন
      - ⑪ ধর্মসাবর্ণ — ধর্মসেতু
      - ⑫ রুদ্রসাবর্ণ — সুধামা
      - ⑬ দেব সাবর্ণ — যোগেশ্বর
      - ⑭ ইন্দ্র সাবর্ণ — বৃহদ্ভানু
  - যুগাবতার
    - ① সত্যযুগে শুক্ল
    - ② ত্রেতাযুগে রক্ত
    - ③ দ্বাপর যুগে শ্যাম
    - ④ কলিযুগে কৃষ্ণ

* বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮ চতুর্যুগের দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে গৌর শ্রীমন্মহাপ্রভু

* ব্রহ্মা আবেশ অবতার, কোন পুণ্যবান জীবে তাদৃশ শক্তির (সৃষ্ট্যাদি) আবেশ। কোন কল্পে পুণ্যবান জীবের উদ্ধারে বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে নাবেশ যেমন সাম্প্রদায় প্রবর্তনে শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপে স্বয়ং ইন্দ্র হয়েছেন। বিষ্ণু যখন ব্রহ্মাদি হয়েন - তখনোই সেই ব্রহ্মাদিই বিষ্ণু হয়েন অর্থাৎ বৈভব প্রকাশে কৃষ্ণের ও শ্রীনারায়ণের ধর্মাশ্রয়েন অনন্যের কৃষ্ণের সমান।

বস্তু

সত্য দেখা দ্বাপর কলি চারিযুগ আছি।
সেই চারি যুগে এক দিব্য যুগ আছি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
তাঁহা মধ্যে ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

③ বিশ্বহিতের জন্য অবিমিশ্রশক্তি যেমন শ্রীলোকানের স্বরূপ বৈভব প্রকাশের মায়া বৈভবে অবতরণের নামই — অবতার। অনায়াসে, স্বাধীন, বৈচিত্র্যময় নরবপুধারণ চেষ্টা ও কার্য্যাদিকে — লীলা কহে।

④ স্বয়ং প্রকাশ বাসুদেব (একই কার্য্য) ও প্রকাশ (পৃথক কার্য্য) ভেদে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ও দ্বিভুজ বলিয়া উক্ত হয়।

① মহিষী - মহৎশ্বর্য্য দ্যোতনে বা অন্যোক্তনে নবনীলমধ্যে অনতিক্রম মাধুর্য্য।
② যে প্রকাশে স্বয়ং রূপ থেকে আবার ও অবতারের ভেদ লক্ষিত হয় না - প্রাভব প্রকাশ এবং অল্পই ভেদ লক্ষিত হয় - বৈভব প্রকাশ
বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীনারায়ণ - ধর্মাশ্রয়ে সব কৃষ্ণের সমান॥

পরব্রহ্ম ব্রহ্মচারী —
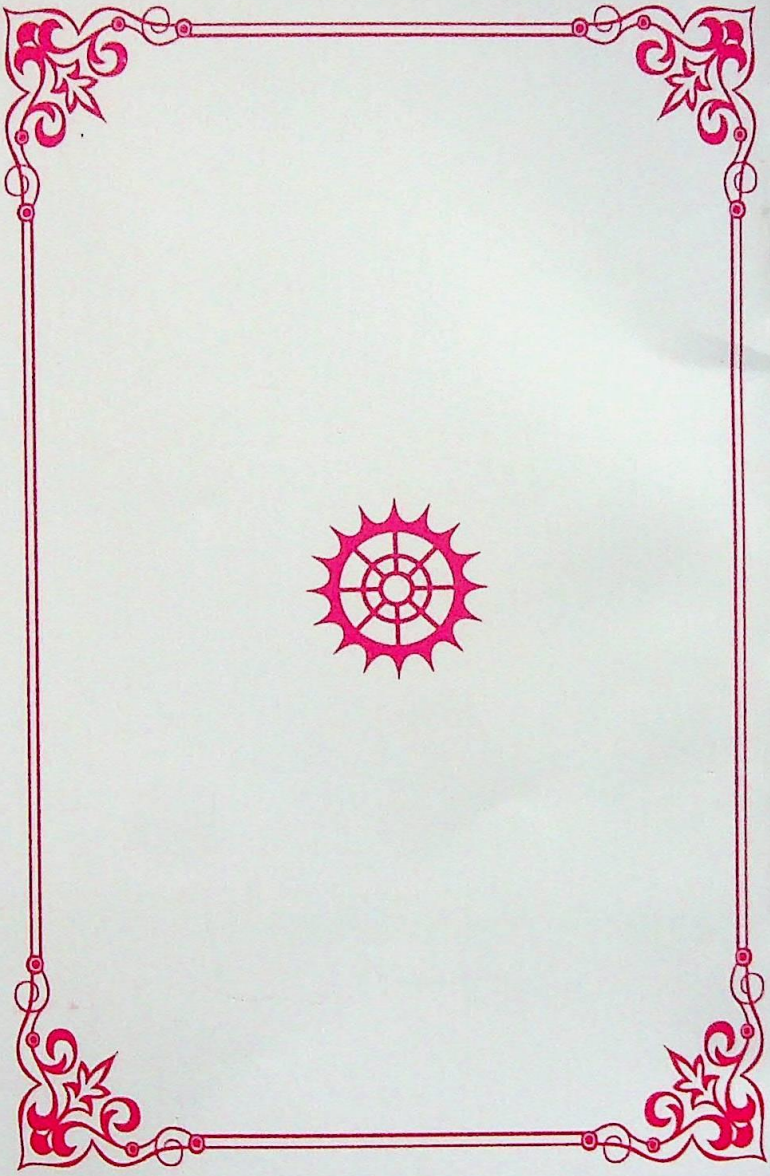
শ্রীগোপেন্দ্রকুমার গোস্বামী